Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 27-03-2026 16:59 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১২ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ২৭ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৫ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 27-03-2026 16:59 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১২ চৈত্র ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ২৭ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৫ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মার্কিন বাহিনীর জন্য ‘ঐতিহাসিক নরক’ তৈরিতে মরিয়া তেহরান

রামনবমীর পুজোয় নজরুল ইসলামের গান! বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঙালির অস্মিতায় শান বিজেপির

কাশ্মীর বিধানসভায় খামেনেইর পোস্টার হাতে বিক্ষোভ, উঠল আমেরিকা বিরোধী স্লোগান

তালিকা নিয়ে কমিশন-বিজেপিকে একসুরে বিঁধলেন মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ এসআইআরের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নিয়ে নানামহলে ক্ষোভের সুর। এখনও অনিশ্চিত বহু ভোটারের ভাগ্য। ভোটের মুখে তা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ক্রমশ বাড়ছে উত্তেজনা। তারই মাঝে শুক্রবার রাতে প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা। তার আগে দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে একযোগে বিঁধলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, রামনবমীর দিন বলে গেলাম।মমতা বলেন, সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল তালিকা বের করতে।

আমরা এখনও প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা হাতে পাইনি। পাবলিক ডোমেনেও আসেনি। গণতন্ত্রের হত্যা। এর থেকে বেশি কিছু আর হতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনক। আমি শুনেছি দেখে দেখে নাম বাদ গিয়েছে। সুতির একটা ব্লকে, বসিরহাটের একটি বুথে বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব কে করেছে? কারা করেছে? মানুষ একদিন না একদিন তো জবাব চাইবেই। বুকের পাটা থাকলে মানুষকে জানতে দিন কার নাম আছে, কার নাম নেই। জেলায় জেলায় ট্রাইবুনাল করুন। আমরা দরকারে আইনি সুবিধা দেব।পাশাপাশি কমিশনকে সুপার হিটলার কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, বিজেপির ভ্যানিশের ওয়াশিং মেশিন। এরা গণতন্ত্রকে ভ্যানিশ করে দিয়েছে। মানুষের অধিকার ভ্যানিশ করে দিয়েছে। ওদের দেখলে আমার ঘৃণা হয়। লজ্জা হয়। বাংলার প্রত্যেক মানুষ জবাব দেবে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ভোট করবে? আর সব কিছু মানুষ সহ্য করবে? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, রামনবমীর দিন বলে গেলাম।এদিকে, গ্যাস সংকট প্রসঙ্গেও কেন্দ্রকে আক্রমণ শানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, প্রথমে তো হাজার হাজার টাকা বাড়িয়েছে। শুল্ক কমানো মানে কী দাম কমবে? গ্যাসের দাম আগে তো কমুক।

লোকে গ্যাস পাক আমি চাই। যেন কারও অসুবিধা না হয়। গ্যাসের কী হল? আমি চাই না হলদিয়াতে গ্যাস প্রোডাকশন হয় তা যেন বাইরে না যায়। পাশাপাশি তিনি জানান, ১০ লক্ষ লোক যে ভোটের ডিউটি করতে আসবে, তাঁদের জন্য যেন গ্যাস দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যা না হয়। কেরোসিন রেশনের মাধ্যমে পাবেন।এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা আরও বাড়িয়েছে শুক্রবার সন্ধ্যার বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন বাংলা-সহ ভোটমুখী পাঁচ রাজ্যের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন।

লকডাউন নেই, সবটাই গুজব’, তেলে শুল্ক ছাঁটাই করল কেন্দ্র

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দেশজুড়ে লকডাউন জারির জল্পনা উড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী। শুক্রবার সাফ জানিয়ে দিলেন, ‘লকডাউনের কোনও প্রস্তাব নেই, সবটাই গুজব’। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের অগ্নিমূল্য সামাল দিতে পেট্রল ও ডিজেলে অন্তঃশুল্ক হ্রাসের নেপথ্য কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। মন্ত্রীর দাবি, বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম বাড়লেও ভারতবাসীকে সুরক্ষিত রাখতেই আর্থিক ক্ষতি মেনে এই পদক্ষেপ করেছে মোদী সরকার। বর্তমানে লকডাউন নিয়ে নানা মহলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিল। সেই জল্পনায় জল ঢেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ‘আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, ভারত সরকার এমন কিছু নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের শান্ত এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। আতঙ্ক বা গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন সকলে।’ তাঁর মতে, দেশবাসীকে আশ্বস্ত করাই এখন সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে হরদীপ জানান, গত এক মাসে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ১২২ ডলার হয়েছে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইউরোপ-আমেরিকা, সর্বত্র তেলের দাম ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের সামনে দু’টি পথ খোলা ছিল। হয় অন্য দেশের মতো দাম বাড়িয়ে তেল সংস্থাগুলির ক্ষতিপূরণ করা, না হলে সরকারের আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে আমজনতাকে স্বস্তি দেওয়া। মন্ত্রী জানান, দেশবাসীর স্বার্থে দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছে সরকার। শুক্রবারই পেট্রল ও ডিজেলে লিটার প্রতি ১০ টাকা করে অন্তঃশুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে পেট্রলের শুল্ক ১৩ টাকা থেকে কমে ৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং ডিজেলের শুল্ক শূন্যে নেমে এসেছে। যদিও এই পদক্ষেপে ভারতের বাজারে এখনই তেলের দাম কমছে না, তবে আন্তর্জাতিক বাজারের ঝাপটা থেকে ঘরোয়া বাজারকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

লেজুড়বৃত্তি’ করব না, আরাবুল প্রশ্ন সেলিমকে পাল্টা নওশাদের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাম-আইএসএফ জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করে দিলেন নওশাদ সিদ্দিকি। ক্যানিং পূর্ব আসনে আরাবুল ইসলামকে প্রার্থী করা নিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের আপত্তির কড়া জবাব দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আইএসএফ কারও

‘লেজুড়বৃত্তি’ করবে না। প্রার্থী চয়ন একান্তই তাঁদের দলীয় বিষয়। আরাবুলকে নিয়ে বামেদের আপত্তির জেরে বর্তমানে ভাঙনের মুখে দুই শিবিরের আসন সমঝোতা। সেলিমের সাফ কথা ছিল, ‘ওই ব্যক্তিকে ‘বগলদাবা’ করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না।’ নওশাদ পাল্টা মেজাজে বলেন, ‘আইএসএফ কাকে প্রার্থী করবে সেটা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমরা কোনও দলের লেজুড়বৃত্তি করতে পারি না।’ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাঙড়ে আইএসএফ কর্মী খুনের

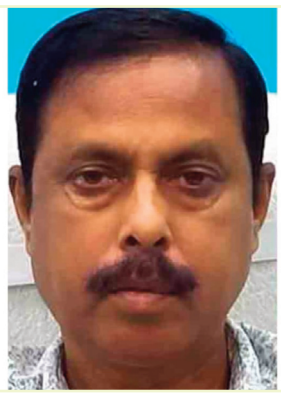

অভিযোগে বিদ্ধ ছিলেন আরাবুল। সেই প্রসঙ্গ টেনে সেলিম নিচুতলার কর্মীদের আবেগের কথা মনে করালেও দমতে নারাজ নওশাদ। অন্য দলের ‘শাসানি’ বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভাঙড়ের বিধায়ক। বেশ কয়েক দিন ধরেই আসন রফা নিয়ে ঠান্ডা লড়াই চলছিল দুই পক্ষের। আরাবুল-ইস্যুতে সেই সংঘাত এবার চরমে পৌঁছল। জোটের জট না কাটলে আসন্ন ভোটে বিরোধী সমীকরণ যে আরও জটিল হবে, সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 27-03-2026 16:59 Page 3

ডোনাট-কেক তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে পচা ডিম!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ খারাপ উপাদান দিয়ে কেক এবং ডোনাট তৈরির অভিযোগে একটি বেকারিতে হানা দিল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদের কাতেদানে এলাকায়। এলাকার একটি খাদ্য উৎপাদন কারখানায় অনেক দিন ধরেই খারাপ উপাদান দিয়ে খাবার তৈরির অভিযোগ আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ওই বেকারিতে হানা দেয় পুলিশ। বেআইনি ওই বেকারিতে ভেজাল রং, ক্ষতিকর ফ্লেভার এবং পচা ডিম সঙ্গে খারাপ উপকরণ দিয়ে খাবার বানানোর অভিযোগ পেয়েছিলেন তারা। পুলিশ সেখানে গিয়ে দেখে বেকারিটিতে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পচা ডিম এবং সোডিয়াম বেনজয়েত, সরবিক অ্যাসিড ও পিজিআরপি তরলের মত বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে ডোনাট বান ও কেক তৈরি করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ভেজাল পণ্যকে আসল বলে বিক্রি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এদিন ওই বেকারিতে হানা দিয়ে পুলিশ তিন জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁরাই বেকারিটি চালাচ্ছিলেন। ধৃতরা হলেন বেকারির সুপারভাইজার ও কাতেদানের বাসিন্দা আফ্রিদি আনসারি (২২)। তিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। ম্যানেজার ও কাতেদানের ইন্দ্র সোসাইটির বাসিন্দা ইয়াসিন (৩২)এবং বান্দলাগুড়া চন্দ্রায়ান গুত্তার বাসিন্দা খাত্রেশান। পুলিশ বেকারিতে বিপুল পরিমাণে পচা ডিম, রাসায়নিক দ্রব্য, বেকারি পণ্য, ভেজাল রং উদ্ধার হয় কারখানা থেকে। পুলিশ কারখানার যন্ত্রপাতি সিল করে দেয়। বেআইনি বেকারির বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ওই তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। বেকারিটি বন্ধ করে দেওয়ার হয়েছে। এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওটিতে অনেকেই মন্তব্য করে বেকারির মালিকের নামও প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের আরও দাবি, ধৃতদের অন্য কোনও ব্যাবসায়িক স্বার্থ ছিল কি না তাও তদন্ত করে দেখতে হবে। অনেকেই হায়দরাবাদ পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কারণ পুলিশি হস্তক্ষেপের কারণে হাজার হাজার মানুষকে খারাপ খাবারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আরও একজন পুলিশকে অনুরোধ করেছেন যে, এলাকায় অনেক বিস্কুট ও ফুড প্রসেসিং কারখানা রয়েছে। দয়া করে সমস্ত খাদ্য কারখানা বা বেকারি পরিদর্শন করুন। সঙ্গে লিখেছেন দোষীদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন এবং তাঁদের যেন জেল হয়।

ভক্তদের কাছে নতুনভাবে ধরা দেবে জগন্নাথ!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দ্বাদশ শতাব্দীর, জগন্নাথ মন্দিরের ভাণ্ডারে কত পরিমাণ সোনা, হীরে, রত্ন, অলঙ্কার রয়েছে তা নিয়ে নতুন করে গবেষণা করতে শুরু করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এটি শেষবার করা হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। ফের একবার চলতি বছরে সেই কাজ করা হচ্ছে। মন্দিরের দায়িত্বে থাকা অরবিন্দ কুমার পাধি জানিয়েছেন, বুধবার নির্ধারিত সময়েই এই কাজ শুরু হয়েছে। তার মতে এটি ছিল একটি শুভ সময়। তিনি আরও বলেন, গোটা ঘটনাটি ফটোগ্রাফ এবং ভিডিওগ্রাফ করা হয়েছে। প্রথম দিনে ছয় ঘণ্টা ধরে তারা কাজ করেছেন। ফলে সেদিন প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পদের হিসেব সামনে এসেছে। এই সম্পদ ভাণ্ডারের হিসেবের কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য ওড়িশা সরকার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং নীতি মেনে একটি দল গঠন করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কর্মীরা এদিন সারাদিন ধরেই সেই সম্পদের হিসেব করতে থাকেন। তারা কিছু অমূল্য সম্পদের খোঁজ করতে থাকেন যেগুলি বহুদিন ধরে নিখোঁজ ছিল। পুরীর মন্দিরের কর্মীরা এবং ওড়িশা পুলিশ কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই কাজটি করছেন।

মুম্বইয়ের বিশেষজ্ঞ রত্নতত্ত্ববিদদের হীরা, নীলকান্তমনি, মুক্তো, রুবি এবং অন্যান্য মূল্যবান পাথর দেখভাল করেন। প্রতিটি অলঙ্কারই মখমলের কাপড়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। একাধিক দিক থেকে আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল এদিনের কর্মকাণ্ডটি এবং গোটা ঘটনাকে তারা ক্যামেরাবন্দিও করে রাখেন। এই ভাণ্ডারটি ১৯০৫ সালে নতুনভাবে তৈরি হয়েছিল।

মন্দিরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অলঙ্কারগুলি নতুন করে মেলাতে তাদের সাময়িক সমস্যা হয়। তবে এবার কাজ শেষ হলে ভবিষ্যতে তাদের সেই সমস্যা আর হবে না। তারা আরও জানান, রাম নবমীর মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় এই কাজটি কয়েকদিন বন্ধ থাকবে এবং ৪ এপ্রিল থেকে আবার কাজ শুরু হবে।

২৭ কোটি বছরের পুরনো ‘জীবন্ত ফসিল’ উদ্ধার!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিজ্ঞানীরা ব্রাজিলে ২৭ কোটি বছর পুরনো এক অদ্ভুত জলজ প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন, যার চোয়াল এবং দাঁতের গঠন দেখে গবেষকরা স্তম্ভিত। পার্মিয়ান যুগের এই প্রাণীটির নাম দেওয়া হয়েছে তাইনিকা এমনিকোলা। মজার ব্যাপার হল, ডাইনোসররা পৃথিবীতে আসার প্রায় কয়েক কোটি বছর আগেই এই প্রাণীটি তার সময়ের তুলনায় এতটাই প্রাচীন ছিল যে, বিজ্ঞানীরা একে সে যুগের ‘লিভিং ফসিল’ বা জীবন্ত জীবাশ্ম বলে অভিহিত করছেন।এই প্রাণীটির সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল এর নিচের চোয়াল। সাধারণত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দাঁত ওপরের দিকে থাকলেও, এই প্রাণীর দাঁতগুলো ছিল আড়াআড়ি বা পাশের দিকে মুখ করা। চোয়ালের ভেতরের অংশ ‘ডেন্টিকল’ নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র দাঁতের মতো গঠন দিয়ে ঢাকা ছিল, যা অনেকটা শিরিষ কাগজের মতো খসখসে তল তৈরি করত। শিকারকে কামড়ে ধরার বদলে এটি তার চোয়াল ব্যবহার করে খাবার ঘষে বা পিষে ফেলত। আদিম চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত বিরল।শিকাগোর ফিল্ড মিউজিয়ামের গবেষক জেসন পার্ডোর নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায় প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ৯টি জীবাশ্মীভূত চোয়ালের হাড় উদ্ধার করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ব্রাজিলের যে শিলাস্তরে এই জীবাশ্ম মিলেছে, তা একসময় প্রাচীন নদী বা হ্রদের অংশ ছিল। সেই সময় দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ভারত মিলে ‘গন্ডোয়ানা’ নামক এক বিশাল মহাদেশের অংশ ছিল। গবেষকদের মতে, এই প্রাণীটি ছোট জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণী বা শৈবাল খেয়ে বেঁচে থাকত। যখন পৃথিবীতে নতুন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীরা বিবর্তিত হচ্ছিল, তখনো এই প্রজাতিটি তাদের লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো আদিম বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে ছিল, যা বিবর্তনের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

ভারতে প্রথম এই গ্রামে জ্বলেছিল বৈদ্যুতিন বাল্ব

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতের সিলিকন ভ্যালি হিসেবে বেঙ্গালুরুর পরিচিতি আজ বিশ্বজুড়ে। কিন্তু আপনি কি জানেন, বেঙ্গালুরু শহরের রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলারও তিন বছর আগে কর্ণাটকের অন্য এক প্রান্ত বিদ্যুতের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছিল? ভারতের প্রযুক্তিগত ইতিহাসের সেই বিস্ময়কর অধ্যায়টি আজও অনেকের কাছে অজানা। ভারতের বৈদ্যুতিক ইতিহাসের কথা উঠলেই অনেকের চোখে ভেসে ওঠে আধুনিক বেঙ্গালুরুর ছবি। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, ১৯০৫ সালে বেঙ্গালুরুর রাস্তায় আলো জ্বলার ঢের আগেই কর্ণাটকের মাণ্ড্য জেলার শিবনাসমুদ্র জলপ্রপাত এক মহাবিপ্লবের সাক্ষী হয়েছিল। এখানেই এশিয়ার প্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি গড়ে তোলা হয়েছিল, যা সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক অকল্পনীয় ইঞ্জিনিয়ারিং। ভারতে বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। তবে শুরুতে তা ছিল মূলত সরকারি পরিকাঠামোয় সীমাবদ্ধ। ১৮৭৯ সালের ২৪ জুলাই প্রথমবারের মতো কলকাতার রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়। মশাল আর তেলের প্রদীপের বদলে বৈদ্যুতিক বাল্বের সেই আলো দেখে শহরবাসী সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তবে শহর হিসেবে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যুতায়নের কৃতিত্ব কিন্তু কলকাতার নয়, বরং কর্ণাটকের কোলার গোল্ড ফিল্ডস বা কে.জি.এফ-এর কোলারে সোনার খনি খনন করার জন্য বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন ছিল। সেই বাণিজ্যিক এবং শিল্পক্ষেত্রের তাগিদেই ১৯০২ সাল নাগাদ খনির যন্ত্রপাতি এবং কর্মীদের আবাসে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। কাবেরী নদীর জলকে কাজে লাগিয়ে শিবনাসমুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুদীর্ঘ ১৪৭ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যেত কোলারে। সেই সময়ে এটিই ছিল বিশ্বের দীর্ঘতম বৈদ্যুতিক লাইন বা ট্রান্সমিশন লাইন।বিদ্যুৎ, পরিশ্রুত পানীয় জল এবং উন্নতমানের ক্লাবের মতো আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধার কারণে কোলার গোল্ড ফিল্ডস বা কে.জি.এফ এলাকাটি ‘লিটল ইংল্যান্ড’ নামে পরিচিতি পায়। লন্ডনের জীবনযাত্রার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো পরিকাঠামো ছিল এই খনি অঞ্চলে। এই সমৃদ্ধ শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটই পরবর্তীকালে জনপ্রিয় ‘কেজিএফ’ চলচ্চিত্র সিরিজের অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়, যা কোলারের এই ঐতিহাসিক গুরুত্বকে বিশ্ববাসীর সামনে নতুন করে তুলে ধরেছে।কলকাতায় প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার এবং কোলারে সামগ্রিক নগরায়ন ও শিল্পের কাজে বিদ্যুতের প্রসার; এই দুই মাইলফলকই ভারতের আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

১৯০৫ সালে দিল্লি পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছানোর আগেই এই দুই কেন্দ্র ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল বিশ্বকে। আজ যখন আমরা একটি ডিজিটাল ভারতের কথা বলি, তখন শিবনাসমুদ্র বা কোলারের সেই পুরনো পাওয়ার হাউসগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় এক শতাব্দী আগের সেই অদম্য জেদ আর মেধার কথা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 27-03-2026 16:59 Page 4

ভাঙড়ে ফের তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষ,ভাংচুর

নয়া জামানা,ভাঙড় ঃ ভাঙড় আছে ভাঙড়েই। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তাপ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূল-আইএসএফের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। দু'পক্ষের হাতাহাতি, গাড়ি ভাঙচুর ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাবতলা এলাকায় ভাঙড়ের আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকির সভা ছিল। সেই সভা থেকে বাড়ি ফেরার পথে আইএসএফ কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এলাকার তৃণমূল নেতা খইরুল ইসলামের অনুগামীদের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ তোলে আইএসএফ। অভিযোগ, এরপরই পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পাকাপোলের কাছে একটি গ্যারেজে রাখা তৃণমূল নেতা খইরুল ইসলামের মাটি কাটার যন্ত্র ও একটি পিক-আপ ভ্যান লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। শুরু হয় ব্যাপক ভাঙচুর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পোলেরহাট থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও দীর্ঘক্ষণ এলাকায়

উত্তেজনা বজায় ছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন নওশাদ সিদ্দিকিও। তিনি আইএসএফ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুলিশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন।নওশাদ সিদ্দিকির দাবি, ভাঙড়ে আইএসএফের সভায় ব্যাপক জনসমাগম দেখে তৃণমূল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে আইএসএফ কর্মীদের উপর। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন প্রশাসন আগেভাগে কড়া ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশের ভূমিকাতেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা। তাঁর পাল্টা দাবি, নওশাদ সিদ্দিকির উসকানিতেই এলাকায় অশান্তি ছড়িয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, প্রশাসনকে উপেক্ষা করে নওশাদ নিজে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলেন। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে নওশাদের গ্রেপ্তারের দাবিও তোলেন শওকত।উল্লেখ্য, বিধানসভা থেকে পঞ্চায়েত;প্রতিটি নির্বাচনের আগে ও পরে ভাঙড় বারবার হিংসার সাক্ষী থেকেছে। মনোনয়ন জমা থেকে ভোটগণনা;প্রায় প্রতিটি পর্যায়েই রক্তাক্ত ঘটনার নজির রয়েছে।

সম্প্রীতির আবহে জেলা জুড়ে রামনবমী উদযাপন

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় সব ব্লক, শহর এবং ডুয়ার্স এলাকার বিভিন্ন জায়গায় এ বছরও ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে রামনবমী। বানারহাট, নাগরাকাটা, মাটিয়ালি, মালবাজার, ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি সব জায়গাতেই দিনভর উৎসবের আমেজ দেখা গেছে। সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে। বিভিন্ন এলাকায় বের হয় বড় বড় মিছিল। সবচেয়ে বড় কথা, এই মিছিলে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে অংশ নিতে দেখা গেছে, যা সম্প্রীতির এক সুন্দর ছবি তুলে ধরেছে। জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান সমস্ত জেলাবাসীকে রামনবমীর শুভেচ্ছা জানান। এর পাশাপাশি রানাঘাটের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সন্দীপ ছেত্রীয় গোটা ব্লক, জেলা, রাজ্য ও দেশবাসীকেও রামনবমীর শুভেচ্ছা বার্তা দেন। একইভাবে বিজেপি নেতা কমলেশ সিংহ ধূপগুড়ি ব্লক সহ জেলাবাসীকেও রামনবমীর শুভেচ্ছা জানান। নাগরাকাটায় রামভক্তদের উদ্যোগে একটি বড় মিছিল বের হয়। দুপুর একটা নাগাদ নাগরাকাটা রেলওয়ে স্টেশন থেকে মিছিলটি শুরু হয়। এরপর সুলকামোর, হাইরোডসহ শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে বাংলা হাইস্কুলে শেষ হওয়ার কথা। খবর লেখা পর্যন্ত মিছিলটি চলছিল। এদিন নাগরাকাটার বাসিন্দা শ্বেতা মাহালি জানান, প্রতিবছরই আমরা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করি। এই ধর্মীয় যাত্রা সবার জন্য; এই বার্তাই আমরা দিতে চাই। রাম আমাদের ভগবান, তাই ভগবানের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে, সে-ই এই মিছিলে অংশ নিতে পারে। রামকে ডাকতে কারোরই কোনও বাধা নেই, রাম সর্বত্র বিরাজমান। এছাড়াও মালবাজার, মাটিয়ালি, ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়িতে বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের পক্ষ থেকে পূজা, প্রসাদ বিতরণ এবং ছোটখাটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরো বিষয়টি মাথায় রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে কোনও সমস্যা না হয়। সব মিলিয়ে, এবারের রামনবমী শুধু ধর্মীয় উৎসবই নয়, মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

নদীতে তলিয়ে মৃত্যু ছাত্রের, ব্যাহত ফেরি পরিষেবা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটে গিয়েছিল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। একাদশ শ্রেণির এক ছাত্র আকাশ সাহা (১৭) নদীতে তলিয়ে যায়। সেই ঘটনার জেরে শুক্রবারও বন্ধ রইল কাটোয়ার বল্লভপাড়া ফেরিঘাট। প্রতিদিন বহু মানুষ এই ফেরিঘাট ব্যবহার করে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছান। কিন্তু ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা।অভিযোগ, ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার জেরে কাটোয়ার দিক থেকে যাত্রী নিয়ে কোনও নৌকাই বল্লভপাড়ায় পৌঁছাতে পারছে না। একই সঙ্গে এপার থেকে ছেড়ে যাওয়া নৌকাগুলিকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকায়।যাত্রী পারাপারের বিকল্প

ব্যবস্থা হিসেবে ভেসেল চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতেও বাধা দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। এর জেরে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে পারাপার ব্যবস্থা। দুই জেলার প্রশাসন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে উদ্যোগী হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি।এদিকে শুক্রবার সকাল থেকেই বল্লভপাড়া ফেরিঘাট এলাকায় মাইকিং করে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ থাকার কথা জানানো হয়েছে। ফলে ঘাটে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে বহু মানুষকে। কেউ কর্মস্থলে, কেউ জরুরি কাজে যেতে না পেরে সমস্যায় পড়েছেন।সমগ্র ঘটনায় আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এবং ফের পরিষেবা চালু হবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ। প্রশাসনের তরফে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।

ক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরি, থানার সামনে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, বেলদা ঃ প্রচারে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ে মেজাজ হারালেন পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরি। তাঁর বিরুদ্ধে আমজনতার উপর চড়াও হয়ে তাঁদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার হেমচন্দ্র অঞ্চলের ২৬১ নম্বর রাম সরিষা বুথে এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও বিজেপির দাবি, তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরাই তাদের প্রচারে বাধা দিয়েছে এবং প্রার্থীকে হেনস্তা করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বেলদা থানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা এবং রাস্তা অবরোধ করেন।জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে হেমচন্দ্র অঞ্চলে প্রচারে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়েন রমাপ্রসাদ গিরি। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি মেজাজ হারিয়ে

ফেলেন এবং পালটা সাধারণ মানুষের উপর চড়াও হন। অভিযোগ, তিনি তাঁদের হুমকিও দেন। এর জেরে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়, যা পরে হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছয়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকায়।অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থীর দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাঁর প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছে। তাঁকে ঘিরে ধরে হেনস্তা করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে ক্ষোভে রাস্তায় বসে পড়েন রমাপ্রসাদ গিরি। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এবং প্রশাসন গোটা ঘটনার উপর নজর রাখছে।এই ঘটনার প্রতিবাদে বেলদা থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রার্থীর গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, বিজেপিই পরিকল্পিতভাবে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।নারায়ণগড় ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি সুভাষ রায়চৌধুরী বলেন, সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়ে বিজেপি প্রার্থী মেজাজ হারান। এরপর তিনি নিজেই উত্তেজনা তৈরি করেন এবং পরে রাস্তায় বসে নাটক শুরু করেন। মানুষ ইতিমধ্যেই বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিজেপি প্রার্থী নিয়ে ফ্লেক্স, বিক্ষোভ

নয়া জামানা,কোচবিহার ঃ তৃতীয় দফার প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে উত্তরবঙ্গে বিজেপির অন্দরে 'বিদ্রোহ' অব্যাহত। কোচবিহার দক্ষিণ ও রাজগঞ্জ;দুই কেন্দ্রেই প্রার্থী পছন্দকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ-বিক্ষোভ সামনে এসেছে। যদিও জেলা নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ বলেই জানাচ্ছে গেরুয়া শিবির। বুধবার রাতে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে রথীন্দ্রনাথ বসুর নাম ঘোষণা করা হয়। এর পরেই বৃহস্পতিবার সকালে শহরের রেলগুমটি এলাকায় তাঁর বিরুদ্ধে 'বহিরাগত' তকমা দিয়ে ফ্লেক্স পড়তে দেখা যায়। ফ্লেক্সে লেখা ছিল, 'কোচবিহারে বিজেপির অবহেলিত কার্যকর্তারা'। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিষয়টি তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেসও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার শুরু করে। অভিযোগ উঠেছে, কোচবিহারে বাড়ি থাকলেও ঘোষিত বিজেপি

প্রার্থী দীর্ঘদিন এলাকায় বসবাস করেন না। তবে রথীন্দ্রনাথ বসু এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি কোনওভাবেই বহিরাগত নন; তাঁর স্কুল ও কলেজ জীবন এই শহরেই কেটেছে।

পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসই এই ধরনের প্রচার চালিয়ে নিজেদের নিচে নামাচ্ছে। এদিন মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারও শুরু করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। অন্যদিকে, রাজগঞ্জ কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে দলবদলু দীনেশ সরকারকে মেনে নিতে নারাজ স্থানীয় কর্মীদের একাংশ। রাজবংশী মুখকে প্রার্থী করার দাবিতে তাঁরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ক্ষুব্ধ কর্মীরা দলের একাংশের নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও সরব হন এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও ক্ষোভ উগরে দেন। রাজগঞ্জ উত্তর মণ্ডলের সভাপতি অর্জুন মণ্ডল বলেন, প্রার্থী না হওয়ায় কিছু কর্মীর মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, যা জেলা নেতৃত্বকে জানানো হবে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির অন্দরে কোন্দল যখন তুঙ্গে, তখন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, রাজগঞ্জে তারা ৫০ হাজার ভোটে জয়ী হবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 27-03-2026 16:59 Page 5

রহস্যে ভরা হাজার বছরের পুরোনো জটার দেউল

রহস্যে ঘেরা সুন্দরবন। তার জঙ্গলে যে আদিমতা, তা যেমন গভীর প্রহেলিকায় ভরা, তেমনি সুন্দরবনের মানুষজন, তাদের সমাজ, জীবনযাপন ইতিহাসও কম রহস্যময় নয়। ইতিহাসের প্রসঙ্গেই উঠে আসে জটার দেউল নামের এক প্রাচীন সৌধের কথা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কঙ্কনদীঘি প্রত্নক্ষেত্রের পুব দিকে রায়দীঘি থানা এলাকায় মণি নদীর মোহনাতে পূর্ব জটা গ্রামে রয়েছে এই স্থাপত্য।

রহস্যে ঘেরা সুন্দরবন। তার জঙ্গলে যে আদিমতা, তা যেমন গভীর প্রহেলিকায় ভরা, তেমনি সুন্দরবনের মানুষজন, তাদের সমাজ, জীবনযাপন ইতিহাসও কম রহস্যময় নয়। ইতিহাসের প্রসঙ্গেই উঠে আসে জটার দেউল নামের এক প্রাচীন সৌধের কথা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কঙ্কনদীঘি প্রত্নক্ষেত্রের পুব দিকে রায়দীঘি থানা এলাকায় মণি নদীর মোহনাতে পূর্ব জটা গ্রামে রয়েছে এই স্থাপত্য। সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় ১৮৬৮ সালে খুঁজে পাওয়া গেছিল এই জটার দেউল। মিনারের আকারের প্রায় ১০০ ফুট উঁচু এই ইটের তৈরি সৌধটি কীভাবে কখন তৈরি হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে ইতিহাসবিদ এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে। ১৮৭৫ সালে ডায়মন্ড হারবারের ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছিলেন যে জটার দেউলের কাছাকাছি পাওয়া গেছে সংস্কৃত ভাষার একটি তাম্রশাসন, অর্থাৎ তামার পাতে খোদাই করা রাজকীয় নির্দেশনামা। তাম্রশাসনে লেখা ছিল যে ওটি প্রকাশ করেছিলেন রাজা জয়ন্তচন্দ্র বা জয়চন্দ্র ৮৯৭ শকাব্দ বা ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সম্ভবত বিক্রমপুরের চন্দ্র বংশের রাজা ছিলেন। তাম্রশাসনটি এখন কোথায় আছে তা অবশ্য জানা যায় না। অনেকে মনে করেন, এই জয়ন্তচন্দ্রই তৈরি করিয়েছেন জটার দেউল। আবার কেঁদুলির পাশে অজয় নদীর দক্ষিণে প্রাচীন বাংলার পাল বংশের শাসক দেবপালের সময়ে তৈরি যে ইছাই ঘোষের দেউল রয়েছে, জটার দেউল অনেকটা তার মতো দেখতে।

সেই কারণে অনেক গবেষকের ধারণা, ওই সময়েই জটার দেউল বানানো হয়েছিল। দেবপাল রাজত্ব করতেন খ্রিস্টীয় নবম শতকে। আবার কিছু লোকের বিশ্বাস, এটি যশোরের শাসক প্রতাপাদিত্যের বিজয়স্তম্ভ। মন্দিরটি কে তৈরি করেছিলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও একটা প্রচলিত মত হল, জটার দেউল মোটামুটি এক হাজার বছরের পুরোনো। ২০১১ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের তরফে জটার দেউলে শুরু হয় উৎখননের কাজ। একটা বড়ো ঢিবির ওপর দেউলটি রয়েছে। পুব দিকে মুখ করা চৌকো এই সৌধের একটি মাত্র দরজা। গোটা কাঠামো নিচ থেকে ওপরে সরু হয়ে গেছে। ইটের সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয় গর্ভগৃহে। পঞ্চরথ ভিত্তির একটি মাত্র শিখরের কাঠামো উত্তর ভারতের অনেক মন্দিরেই দেখা যায়। আবার দেউলের সামনে মাটির নিচ থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে কিছু ইটের কাঠামো। যার থেকে কেউ কেউ ধারণা করেন, ওড়িশার রেখ দেউলের মতো এরও সামনে জগমোহন শৈলীর কাঠামো ছিল। দেউলের আশেপাশে খনন করে পাথর ও ধাতুর কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে, তবে গর্ভগৃহে কোনো বিগ্রহ নেই। আছে মানতের কিছু দেবদেবীর পোড়ামাটির মূর্তি। কাছেপিঠে শুঙ্গ-কুষাণ, পর্তুগিজদের মুদ্রা, হাতির দাঁতও পাওয়া গেছে। জটার দেউল বৌদ্ধ মন্দির না হিন্দু মন্দির না নিয়ে এখনও মেটেনি বিতর্ক। কেউ কেউ মনে করেন, পর্তুগিজ দস্যুরা এটিকে টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

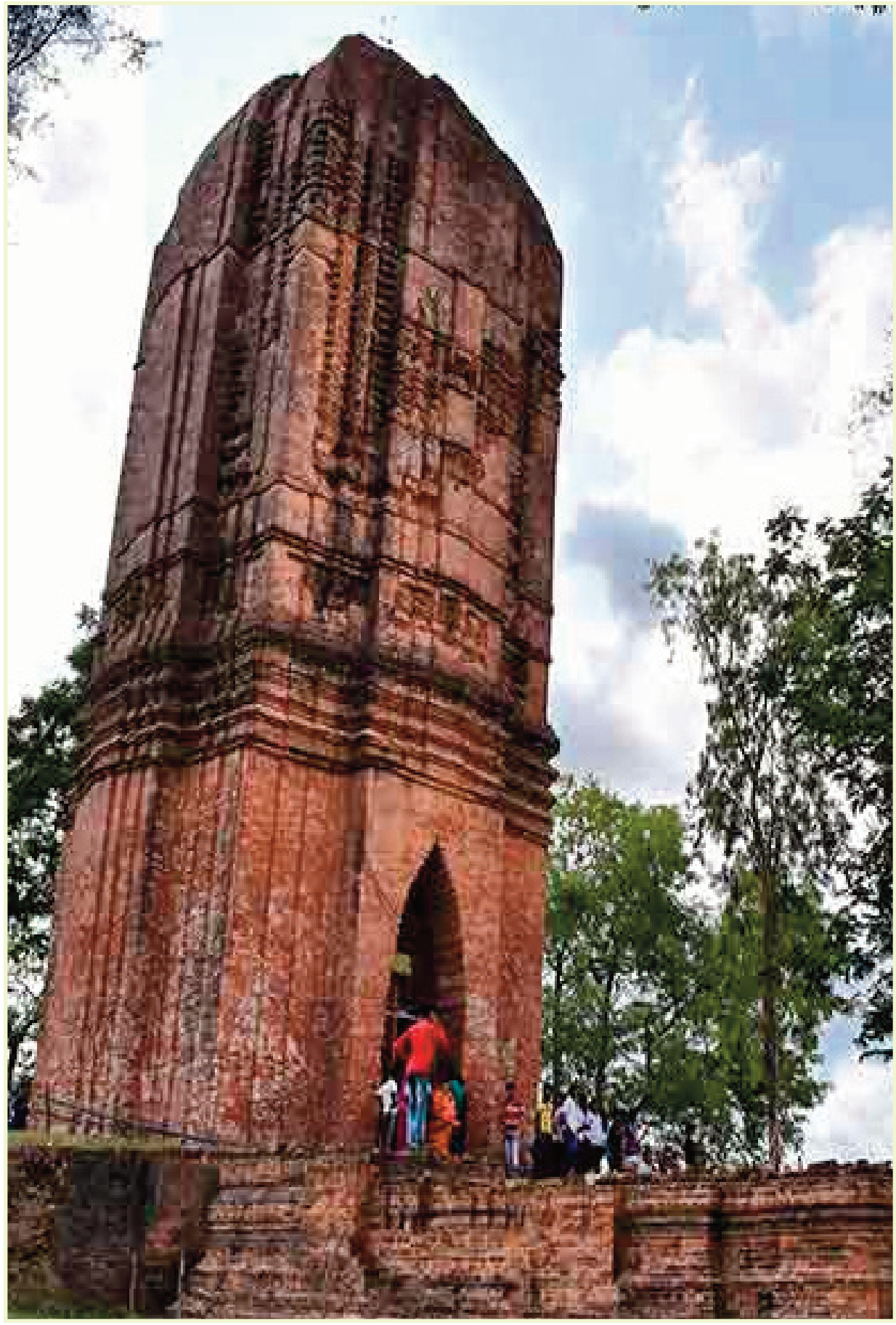

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।